নিটের প্রশ্ন ফাঁসের ষড়যন্ত্র বন্ধের ডাক উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী আদৃতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ডাক্তারির সর্বত্র ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্ন ফাঁসের ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকারি আদৃতা পাল দাবি করেছেন। বহরমপুর কাশিশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আদৃতা এবার নিট পরীক্ষায় বসেছিলেন। পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তিনি অখুশি এবং হতাশ হয়েছেন। আদৃতা পাল বলেন, 'বারবার নিটের প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র বন্ধ হওয়া দরকার। আগামী দিনে যাঁরা ডাক্তার হতে চান বা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন অর্থ আর ষড়যন্ত্রের কাছে যেন হেরে না যায়।' পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়া এবং নৃত্যের শখ রয়েছে আদৃতার। আগামী দিনে মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করে গবেষক হতে চান আদৃতা। উচ্চ মাধ্যমিকে আদৃতার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় দশে আসতে না পারায় হতাশ হয়েছিলেন বাবা মা। তবে মাধ্যমিকে জেলায় প্রথম হয়েছিলেন আদৃতা। বাবা মা দুজনেই আশা করেছিলেন মেয়ে মাধ্যমিকে এক থেকে দশের মধ্যে স্থান পাবে। এক থেকে কুড়ির মধ্যে ১৬তম হিসাবে রাজ্যে তালিকায় ছিলেন। বাবা অলোক পাল বহরমপুরের এক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক। মা অনুদয়া ভট্টাচার্য বহরমপুরের এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তবে আদৃতার লেখাপড়ার সব বিষয়ে কড়া নজর দিতেন তাঁর মাসি। অলোকবাবু বলেন, মাধ্যমিকে এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে আশা করেছিলাম। কিন্তু আশাপূরণ হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিকে এই ফল আশা করিনি। অনুদয়াদেবী বলেন, 'আমার ক্ষীণ আশা ছিল মেয়ের ফল ভালো হবে। ওর ডিটেলে লেখা দেখেই আমি বুঝেছিলাম এবার হতাশ হব না।' বহরমপুর মহারানি কাশিশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকেই মাধ্যমিকে বসেছিলেন আদৃতা। উচ্চ মাধ্যমিকও একই স্কুল থেকে। তবে তৃতীয় সেমিস্টারে ৭ নম্বর কম আসায় বেশ হতাশ হয়েছিলেন। সেখান থেকে নিজেকে টেনে তোলেন। নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়তেন না বলে জানালেন। তবে রুটিন করে একটা চ্যাপ্টার, শেষ করতে যতটা, সময় লাগত প্রতিদিন সেই হিসাবেই পড়া করতেন। বাড়ির আলমারি ভর্তি পুরস্কারে। জানালেন, ছোট থেকে বিতর্ক, কবিতা, ছোট গল্প লেখায় অংশ নিতেই। এসব সেই পুরস্কার। কি হতে চান? বললেন, মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়তে চান। ভবিষ্যতে গবেষক হওয়ার ইচ্ছা। এনার সর্বভারতীয় ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন। কিন্তু সেই পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তিনি যথেষ্ট আশাহত হয়েছেন। নিটের প্রশ্ন ফাঁস চক্র বন্ধ হোক চান। ফল ঘোষনার পর বহরমপুরের ইন্দ্রপ্রস্ত এলাকার বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের ভিড় পড়ে গিয়েছে। চলছে মিষ্টি মুখের পালা। কৃতি মেয়েকে নিয়ে উচ্ছাসে ভাসছেন বাবা মা।

বাবা টোটোচালক, উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭০ নম্বর পেয়ে চমক সুমির

পুরাতন মালদায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: টোটো চালকের মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭০ পেয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের বিভিন্ন স্কুলকে পিছনে ফেলে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর পুরাতন মালদা ওই ছাত্রীর রেজাল্ট দেখেই আনন্দে কেঁদে ফেলেন তাঁর বাবা ও মা। গরীব ঘরের ওই ছাত্রীর এরকম ফলাফল দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাড়া প্রতিবেশীরাও। ওই ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর বাসন্তী রায়। পাশাপাশি ওই ছাত্রীর স্কুল কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিকের এমন ফলাফলেও খুশি প্রকাশ করেছেন। যদিও আগামীতে আইনজীবী হয়েই ভবিষ্যৎ গড়তে চান পুরাতন মালদার ওই ছাত্রী সুমি পাল বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশহাট্টা এলাকার ছাত্রীর সুমি পাল। তাঁর বাবা উত্তম পাল, পেশায় টোটো চালক। মা রাখি পাল গৃহবধূ। ওই ছাত্রীর নাবালক এক ভাই রয়েছে। এবারে সুমির প্রাপ্ত নম্বর ৪৭০ এর মধ্যে, বাংলায় পেয়েছে ৯৫, ইংরেজিতে পেয়েছে ৯০, ভূগোলে পেয়েছে ৯৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পেয়েছে ৯৪, এডুকেশনে পেয়েছে ৯৭। কোনও গৃহ শিক্ষক ছাড়াই ওই ছাত্রীর এমন ফলাফলেও যেন হতবাক সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ওই ছাত্রীর সুমি পাল বলেন, 'অনেক কষ্ট করে বাবা-মা আমাকে মানুষ করছেন। টাকার অভাবে গৃহ শিক্ষক রাখতে পারেনি। স্কুলের দিদিমনিরা বেশিরভাগ সময় আমাকে সহযোগিতা করেছে। আরও বেশি ভালো ফলাফল করার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যতটা পেয়েছি তাতে আমি খুশি। আগামীতে আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।'

ওই ছাত্রীর বাবা উত্তম পাল বলেন, 'সামান্য টোটো চালিয়ে কোনরকমে সংসার চলছে। এরমধ্যে মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মেয়ে আইনজীবী হতে চায়। তার জন্য আগামী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবরকম ভাবে লড়াই চালিয়ে যাব।' আহ্লাদমণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা দাস জানিয়েছেন, 'পুরাতন মালদার পুরসভা এবং এই ব্লকের যতগুলো স্কুল রয়েছে তার মধ্যেই আমাদের স্কুলের ওই ছাত্রী সর্বোচ্চ ৪৭০ নম্বর পেয়েছে। এতে আমরা খুব খুশি। গরিব ঘরের ওই ছাত্রীকে স্কুলের কিছু শিক্ষিকারাও অনেক সময় সহযোগিতা করেছে। প্রয়োজনে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগামীতে ওকে সহযোগিতা করব।'

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN : L15494WB1895PLC000963

রেজিঃ অফিস: "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬

দূরভাষ নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬

ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট : www.grobtea.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৯৭৫.৬৬	৪৭৮০.৮৪	১৬১৪.১০	১১৪৩৭.৭৮	১১৮৫১.৪৪
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	(১৭১৭.১১)	৭০৯.৪৮	(১৭০৬.৫২)	৭৫৯.৪৪	১২১৩.৭৫
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	(১৭৬৭.৩৭)	৭০৯.৪৮	(১৭০৬.৫২)	৭০৯.১৮	১২১৩.৭৫
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	(১৯০১.৩১)	৭০৯.৪৮	(১৯১৪.৬৪)	৫৭৫.২৪	১০০৫.৬৩
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	(১৮৫১.৩৮)	৬৪৫.৮১	(২০৬৭.৩৮)	৫৪০.০৯	৯৩১.৩০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)	-	-	-	৯১৬৪.৭৩	৮৬৫৯.৫১
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :					
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১৬৩.৫৯)	৬১.০৪	(১৬৪.৭৩)	৪৯.৪৯	৮৬.৫২
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১৬৩.৫৯)	৬১.০৪	(১৬৪.৭৩)	৪৯.৪৯	৮৬.৫২

দ্রষ্টব্য :

১. উপরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলো অডিট কমিটি পর্যালোচনা করেছে এবং পরবর্তীতে ১৩ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ তা অনুমোদন করেছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এই ফলাফলগুলো নিরীক্ষা করেছেন এবং একটি অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করেছেন।

২. কোম্পানির এই আর্থিক ফলাফলগুলো কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ (যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে) এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস -এর স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩. চলতি বছর এবং পূর্ববর্তী বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো মূলত ৩১ মার্চ সমাপ্ত পুরো আর্থিক বছরের হিসাব এবং ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত হিসাবের মধ্যে সমন্বয়কারী বা ভারসাম্য রক্ষাকারী সংখ্যা, যা লিমিটেড রিভিউ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪. বর্তমান সময়ের হিসাবের সাথে তুলনামূলক করার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী বছরের পরিসংখ্যানগুলোকে যেখানে প্রয়োজন পুনর্গঠিত বা পুনরবিন্যস্ত করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ মে, ২০২৬

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

চন্দ্রকোনায় পঞ্চম স্থানে ত্রিদেব চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ঘাটাল মহকুমায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছে তিনজন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ঘাটালের বাসিন্দা জিষ্ণু কুণ্ডু। অন্যদিকে চন্দ্রকোনার বাসিন্দা ত্রিদেব চক্রবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ত্রিদেব চক্রবর্তী চন্দ্রকোনায় নার্সারিতে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে তারপর মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়া শুরু করে। পরবর্তীতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে। বাড়ি চন্দ্রকোনায়। বাবা পেশায় স্টেশনারি ও মুদিখানা দোকান মালিক। মা, জয়শ্রী চক্রবর্তী গৃহবধূ। দুই দিদি এক ভাই। দাদু প্রাক্তন সেনা কর্মী পাঁচকড়ি চক্রবর্তী। মুদিখানা দোকান থেকেই চলে সংসার এবং ত্রিদেবের পড়াশোনার খরচ। বাবা মা থেকে এলাকার মানুষজন প্রত্যেকেই ত্রিদেবের সাফল্যের খুশি। চন্দ্রকোনার উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের পঞ্চম স্থান অধিকারী ত্রিদেব চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা জানান স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংঘের সভাপতি তথা আইনজীবী সমীর কুমার ঘোষ।

পড়াশোনার পাশাপাশি ত্রিদেব দাবা খেলতে ভালোবাসে। ত্রিদেব বাড়ির মধ্যেই পড়াশোনা করেছিল। ত্রিদেবের মায়ের চোখ ছিল টিভির পর্দায় সেখানেই জানতে পারে ছেলে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে রাজ্যের মধ্যে। ত্রিদেবকে প্রথম তার মা-ই সংবাদটি পৌঁছান। ত্রিদেব ১০-১২ ঘন্টা প্রতিদিন পড়াশোনা করত। পাশাপাশি ত্রিদেব গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। সাফল্যের পিছনে মা-বাবার ভূমিকায় সব থেকে বেশি পাশাপাশি শিক্ষকদের ভূমিকা কথাও স্বীকার করেন ত্রিদেব। সে বলে, 'বিশেষ করে বন্ধুরা এবং শিক্ষকরা যদি আমার পাশে না থাকতো, তাহলে এত বড় সাফল্য আসতো না। পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা রাতেও আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। আগামী দিনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।'

বন্ধ তোলাবাজির 'টোল'

খুশি গাড়িচালক থেকে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্য সড়ক হোক বা শহর, গ্রামের ছোট বড় রাস্তা, ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছিল টোল। আর এই টোলকে সামনে রেখে ঘুরপথে তোলা তুলতো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর এই টোল আদায় বন্ধ হওয়ায় আনন্দিত বাদুড়িয়া ও বসিরহাটের গাড়ি চালক, মালিক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই।

উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া এবং বসিরহাটে একাধিক জায়গায় ২৪ ঘন্টার জন্য ছোট মালবোঝাই ইঞ্জিন ভ্যান থেকে বড় বড় ট্রাক ২০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০ টাকা পর্যন্ত গাড়ি প্রতি নেওয়া হত এই টোল আদায়ের নামে। এই টোল আদায়ের নামে তোলাবাজির টাকা দিতে চালক বা মালিক দিতে অস্বীকার করলে তাদের গাড়িতে লাঠি, বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারা হতো, রাস্তায় গাড়ি চালাতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হত। টাকার পরিমান অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করা হত। পর্যাপ্ত টাকা না দিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হত বলে অভিযোগ চালক ও মালিক পক্ষের। আর এইসব তোলাবাজি গুলো হত তৎকালীন শাসকদলের মতদেই। বাদুড়িয়ার রথতলা এলাকায়, বসিরহাটের জেলখানার মোর, রেজিস্ট্রি অফিস মোড়, এস এন ব্যানার্জি রোড, বসিরহাট পুরসভার একাধিক জায়গায় এই টোল আদায়ের নামে তোলাবাজি চলতো বলে অভিযোগ। রাজ্যে নতুন করে পালা বদলের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো আনন্দিত গাড়ি চালক থেকে শুরু করে গাড়ি মালিক এবং সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, এই তোলাবাজি বন্ধ যখন করেছে এই সরকার, তাহলে আর জেন এই অবৈধ তোলাবাজি শুরু না করে। এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীরা সুর চড়িয়েছে। তাদের দাবি, 'আগে তো মা মাটি মানুষের সরকার ছিল। আর সেই মানুষদেরই বোকা বানিয়ে উন্নয়নের নামে তোলাবাজি করে সেই টাকায় মস্তি করে বেড়িয়েছে দলের কর্মীরা। এবার সেই দিন শেষ হল।' যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'এই টোল বৈধ, এটা কোনও অবৈধ কাজ নয়। পুরসভার টেন্ডার ডেকে এগুলো দেওয়া হতো, পুরসভার আর্থিক তহবিলের উন্নয়নের জন্য টোলগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এখন বন্ধ করতে বললে বন্ধ করে দেব।'

ডহরকুণ্ডুর অরিত্রর উচ্চমাধ্যমিকে ঐতিহাসিক সাফল্য, রাজ্যে চতুর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার আরামবাগের বড় ডোঙ্গল রমানাথ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র অরিত্র কুমার চক্রবর্তী এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করে গোটা জেলার মুখ উজ্জ্বল করল। রাজ্যজুড়ে মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করার পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার মধ্যেও প্রথম স্থান অর্জন করেছে সে। অরিত্রের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। তার এই অসামান্য কৃতিত্বে আনন্দের আবহ ছড়িয়েছে গোটা আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। আরামবাগের সালেপুর ২ অঞ্চলের ডহরকুণ্ডু এলাকার বাসিন্দা অরিত্র সাধারণ পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী অরিত্র কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে এই সাফল্য অর্জন করেছে। জানা গিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে অত্যন্ত ভালো ফল করেছিল। অরিত্রের বাবা সন্দীপ চক্রবর্তী কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং মা পুষ্পিতা চক্রবর্তী গৃহবধূ। দুই ভাইয়ের মধ্যে অরিত্র বড়। বৃহস্পতিবার ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই তার বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ীদের ভিড় জমতে শুরু করে। ছেলের এই সাফল্যে খুশিতে আত্মহারা পরিবার। পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অরিত্রের বাড়িতে পৌঁছে তাকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান। পড়াশোনার পাশাপাশি অরিত্রের সৃজনশীল নানা বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে। ছবি আঁকতে ভালোবাসে। বিশেষ করে ফিজিক্স তার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। নিজের সাফল্য প্রসঙ্গে অরিত্র জানায়, 'খুব ভালো লাগছে। এতটা ভালো ফল

হবে আশা করিনি। বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা করেছি।' অন্যদিকে, ছেলের এই সাফল্যে মা পুষ্পিতা চক্রবর্তী বলেন, 'ছেলে খুব ভালো ফল করেছে, সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে। মাধ্যমিকে দু'নম্বরের জন্য র‍্যাঙ্ক করতে পারেনি। ছোটবেলা থেকেই আমরা ওকে সঠিকভাবে গাইড করেছি। ও ফিজিক্স পড়তে ভালোবাসে এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়।' আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগের উদ্যোগে একটি প্রতিনিধি দল অরিত্রের বাড়িতে পৌঁছে তাকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানান। উপস্থিত ছিলেন সুমন তেওয়ারি, সুশীতল রায়-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ঝাড়গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ল দলছুট দাঁতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়লো দলছুট দাঁতাল। বুধবার সন্ধ্যা থেকে জিতুশোল এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে দলমার দাঁতালটি। এদিন সন্ধ্যায় কলাবনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দলছুট হাতিটি ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কে দাপিয়ে বেড়ায়। কলাবনি, জিতুশোল এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্য সড়কে যাতায়াতকারী সমস্ত যানবাহন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় দু'ঘণ্টা পর বনদপ্তরে কর্মীরা এসে হাতিটিকে লোধাশুলির জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে দলছুট ওই দাঁতালটি ফের জিতুশোল এলাকায় ফিরে আসে। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট খোলা থাকায় সোজা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে যায়। ভেতরে বেশ কিছু ফলের গাছ খেয়ে ফেলে। বনদপ্তরের কর্মীরা ফের সেখানে পৌঁছে হাতিটিকে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়।

সীমান্ত সুরক্ষার্থে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশাসনিক বৈঠক মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ৪৫ দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ করবে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের উপস্থিতিতেই মালদার বিএসএফের বিভিন্ন কোম্পানির কমান্ডেন্টেদের সঙ্গে একটি বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, কেন্দ্রীয় পূর্তসড়ক বিভাগ সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকের পর বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি'র সঙ্গে সুসংহত সম্পর্ক বজায় রেখেই ভারতের সীমানায় থ্রি ফেজ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ করা হবে। যাতে আগামীতে এই কাজের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনও সংঘাত না তৈরি হয়। ইতিমধ্যে বিএসএফের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় হবিবপুর, বামনগোলা, পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর এই ছয়টি থানার অন্তর্গত প্রায় ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। যার মধ্যে নদীপথ রয়েছে প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এর বাইরে এখনো পর্যন্ত প্রায় ৩৩ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা কাঁটাতার বিহীন রয়েছে। এইসব জায়গায় থ্রিফেজের সীমানা দেওয়ার কাজে তৎপর হয়েছে জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফ। মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, 'আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে জেলার উন্মুক্ত সীমান্তের কাঁটাতার দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হবে। এরপর সেই জমির সমস্ত নথি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিএসএফকে তুলে দেওয়া হবে।'

ফুচকা বিক্রেতার মেয়ের উচ্চমাধ্যমিকে ৪৪৬

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: প্রতিবারের মতো এবারও শতবর্ষ প্রাচীন কাঞ্চননগর ডিএন দাস হাই স্কুলে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৪ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে এবং ১৩ জন ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। যেভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে তুলে ধরেছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড সুভাষচন্দ্র দত্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকা সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানান। এই এলাকার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের কারও বাবা মাঠে দিনমজুরির কাজ করে কেউ রিক্সা চালান, কেউ ভ্যান টানে, কেউ বালিঘাটে কাজ করে, কেউ রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, বিড়ি শ্রমিক, কেউ সাধারণ শ্রমিক অর্থাৎ প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে উপার্জন করার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে এক ফুচকা বিক্রেতার আদরের মেয়ে রিমঝিম কর্মকার উচ্চমাধ্যমিকে ৪৪৬ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে বড় হয়ে রেলের পাইলট হয়ে দ্রুতগামী ট্রেন চালাতে চায়। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিচ্ছে, শুনে খুব ভালো লাগলো। কাঠমিস্ত্রির সুসন্তান তুফান ধারা ও চাষির ছেলে প্রীতম ওম, উভয়েই উচ্চ মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে ৯০ শতাংশেরও বেশি ৪৫৪ নম্বর পেয়ে নিজেদের যোগ্যতাকে তুলে ধরেছে। তাঁরা দু'জনেই ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষানীতিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেরাই 'এগ্রিকালচার ফার্ম এবং কার্পেন্টারি শিল্প' করতে চায়। যেখানে অনেককে তারা কাজ দিতে পারে। শুধু তাই নয় তিনজনেই জানায়, ভবিষ্যতে মা বাবার ও সমাজের জন্য বিশেষ কিছু করে যেতে চায়। যাতে গরিব ছাত্রছাত্রীরা আদর্শ মানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জীবিকার দিশা দেখাতে পারে। তারা তিনজনেই জানাই উদ্ভাবনী শক্তি, দক্ষতা, ও নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হয়ে সমাজ ও দেশ গঠনের কাজে লাগতে চায়। তারা আরো জানায়, এই রেজাল্ট করার মূলে মা বাবার স্নেহ আন্তরিক ভালবাসা আশীর্বাদ এবং বিদ্যালয়ের আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষা সহযোগী কর্মীর একান্ত সহযোগিতা তাদেরকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তারা এটা বুঝেছে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে যেকোনও কাজকে তারা অতিক্রম করতে পারবে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস।

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN: L51909WB1963PLC025750

১৮ রবীন্দ্র সরণি পোদ্দার কোর্ট ১০ম তল কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭ ইমেল: investors@poddarprojects.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ১২ মাসের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,১৯৯.০৩	২,৬৬৫.০৬	১,৬৮৫.৬২	৭,৮৯৭.২৯	৭,৩৮৩.৫২
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব	২২৮.৮৩	২৪৩.৭৪	(১১৭.১০)	৬৪৮.২০	১,০৩২.১৯
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] কর পূর্ব চলতি কার্যাদি থেকে	২২৮.৮৩	২৪৩.৭৪	(১১৭.১০)	৬৪৮.২০	১,০৩২.১৯
চলতি কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] সময়কালের জন্য	১৭০.৬৭	১৬৪.৬৭	(৪৭.৬৯)	৪৫৩.৭৮	৮৬৯.৬৫
মোট ব্যাপক আয়					
চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি					১৮,৪২৯.৬১
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে					
মৌলিক (টা.)	৫.৭৪	৫.৫৪	(১.৬০)	১৫.২৬	২৯.২৫
মিশ্রিত (টা.)	৫.৭৪	৫.৫৪	(১.৬০)	১৫.২৬	২৯.২৫

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর **১৪ মে, ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে।

২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com -তেও পাওয়া যাবে।

৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধি অনুসারে ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -র পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৬

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড

CIN NO: L74140WB1990PLC050229

রেজিস্টার্ড অফিস: ইউজি-২ ভূতল, ভিক্টোরিয়া প্লাজা, হিন্দুস্থান মোড়, হোল্ডিং নং ৩৮৫, কলকাতা-৭০০০৮৪

ইমেল : support@emkayconsultant.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১২.৫৫	৪৪.১৪	১১২.৫৫	২৩৮.০৫	৫১.৭৯
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৭.২২)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৭.২২)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৪.৯৭)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৪.৯৭)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকার)	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১.৩৮)	১.৮০	(০.০২)	৩.০৭	(০.৫০)
চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে মূল (টা.)	(১.৩৮)	১.৮০	(০.০২)	৩.০৭	(০.৫০)
মিশ্রিত (টা.)	(১.৩৮)	১.৮০	(০.০২)	৩.০৭	(০.৫০)

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটির অনুমোদনের পর ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।

২. কোম্পানির নিরীক্ষকরা এসইবিআই এলওডিআর (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে ৩১ মার্চ ২০২৬ -এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।

৩. সংস্থাটি কেবলমাত্র একটি বিভাগেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪. উপরের সময়কালগুলোর জন্য কোম্পানির রিপোর্ট করার মতো কোনো ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ দফা নেই।

৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সংশোধিত তফসিল III অনুসারে সেবি দ্বারা সংশোধিত ফর্ম্যাট অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় সাজানো / পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।

৬. অ্যাকাউন্টগুলি পূর্ববর্তী বছরের মতোই একই হিসাব বিধি এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস, পুনঃবর্ণনা এবং পুনর্গঠন করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
রামচন্দ্র মঙ্গেশ কুলকার্নি
হোল টাইম ডিরেক্টর
DIN: 07541770

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ মে, ২০২৬